বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশের অবস্থান শক্তিশালী করতে কাজ করছেন প্রধানমন্ত্রী

মাহদী আমিন। ছবি: সংগৃহীত

প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মাহদী আমিন বলেছেন, সরকার প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মর্যাদাসম্পন্ন রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান ও আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে গৃহীত হচ্ছেন। তার ভাষায়, তিনি সমতা, ন্যায্যতা ও ভারসাম্যপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতির মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বার্থ ও অবস্থান বিশ্ব দরবারে তুলে ধরছেন।

মঙ্গলবার (২৩ জুন) চীনের দালিয়ানের সাংগ্রি-লা হোটেলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রীর চীন সফর উপলক্ষে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

মাহদী আমিন জানান, মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুর থেকে দালিয়ানে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী ও তার সফরসঙ্গীরা। ২১ সদস্যের প্রতিনিধি দলে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপদেষ্টা পদমর্যাদার আটজন রয়েছেন বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, এই সফরে প্রধানমন্ত্রী বহুপাক্ষিক বিভিন্ন বিষয়ে বাংলাদেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। চীন সরকারের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে লাল গালিচা সংবর্ধনা ও উচ্চ পর্যায়ের প্রটোকল দেওয়া হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

মাহদী আমিন আরও জানান, মালয়েশিয়া সফরে স্বল্প সময় থাকা সত্ত্বেও সেখানে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়েছে, যেখানে দ্বিপাক্ষিক ও কৌশলগত বিষয়ে অগ্রগতি হয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় চীনে এসে এখন বহুপাক্ষিক কূটনৈতিক আলোচনায় অংশ নিচ্ছেন সরকারপ্রধান।

তিনি বলেন, ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের সামার দাভোস ২০২৬ সম্মেলন বর্তমানে দালিয়ানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যার প্রতিপাদ্য “Innovating at Scale”। এতে বিভিন্ন দেশের সরকারপ্রধান, ব্যবসায়ী, প্রযুক্তি উদ্যোক্তা ও নীতিনির্ধারকরা অংশ নিচ্ছেন।

মাহদী আমিন দাবি করেন, বাংলাদেশের সরকারপ্রধান হিসেবে এটিই প্রথম আন্তর্জাতিক বৈশ্বিক সম্মেলন, যেখানে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান অংশ নিচ্ছেন। তার মতে, এ অংশগ্রহণের লক্ষ্য হলো দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জলবায়ু সহনশীলতা ও টেকসই উন্নয়নকে আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করা।

তিনি বলেন, “বাংলাদেশ ব্যবসার জন্য উন্মুক্ত”—এই বার্তা বৈশ্বিক বিনিয়োগকারীদের কাছে আস্থার পরিবেশ তৈরি করছে এবং প্রতিযোগিতামূলক অর্থনৈতিক কাঠামোকে শক্তিশালী করছে।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরও জানান, ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের প্রেসিডেন্ট ও সিইও আলোইস জভিংগির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সৌজন্য সাক্ষাতে বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও উন্নয়ন সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হয় এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন উদ্যোগের প্রশংসা করা হয়।

তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী যে কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরেছেন তা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইতিবাচক সাড়া পেয়েছে। এতে ২০ হাজার কিলোমিটার নদী ও খাল খনন, ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ, নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি এবং সবুজ শিল্পায়নের পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

মাহদী আমিন জানান, প্রধানমন্ত্রী চীনের প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াংয়ের আমন্ত্রণে আয়োজিত নৈশভোজে অংশ নেন, যেখানে একাধিক দেশের সরকারপ্রধানদের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক আলোচনা হয়।

আগামী কর্মসূচির বিষয়ে তিনি বলেন, দালিয়ানে বিভিন্ন উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ও সেশন শেষে প্রধানমন্ত্রী বেইজিংয়ে চীনা নেতৃত্বের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে অংশ নেবেন।